আজকের কাগজ

তারিখ ...14 JUN-1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২......

১৮

সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

আমি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম-দশম শ্রেণীতে ১৯৯০-৯১ সেশনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলছি। এই নতুন পদ্ধতিতে ১৯৯২ ইং এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এসএসসি পরীক্ষা। ১৯৯৪ইং-এর আগস্টে অনুষ্ঠিত হলো উক্ত পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এইচএসসি/আইএসসি পরীক্ষা। এরই মাঝে ফলাফল হয়ে গেলো এমনকি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ভর্তির কাজও ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদের যে বিশাল ফলাফল আমরা দেখতে পাই তাতে মনে হয়েছিলো আমরা সবাই যেন রাতারাতি খুবই ভালো ছাত্র/ ছাত্রী পেলাম। শুধু ১ম বিভাগ এবং তারকা চিহ্নে ছড়াছড়ি কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিই বলুন আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই বলুন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কপালে চোখ উঠে যায় এ বছরের আধুনিক পদ্ধতি উত্তীর্ণ ছাত-ছাত্রীদের এইচএসসি/আইএসসির রেজাল্টে। ১৯৯২ ইং সনে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে যতগুলো স্টার ছিলো ১৯৯৪ ইং সনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে স্টারতো অনেক পরের কথা ততোগুলো অর্থাৎ স্টার ম্যান/উইম্যানগুলোও তাদের তারকা চিহ্নের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। এমনকি ১ম বিভাগেও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আমি মাত্র একটি সরকারি মহিলা কলেজের উদাহরণ দিচ্ছি। উক্ত কলেজে ১৯৯২-৯৩ ইং সেশনে বিজ্ঞান বিভাগের মোট ছাত্রীর প্রায় ১৮/২০ জন ছিলেন স্টার চিহ্নে চিহ্নিত ছাত্রী এবং বাকী অধিকাংশ ১ম বিভাগ। ২য় বিভাগ খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিলো আর এ কলেজেই ১৯৯৪ ইং সনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে তারকা চিহ্নের সংখ্যা নেমে এলো শূন্যের কোটায়। মাত্র দু' পেলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম বিভাগ। যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিলো ২৯০ জন। আর মানবিক বিভাগে এর চেয়ে অবস্থা জঘন্য। অথচ এই কলেজ থেকেই ১৯৯৩ ইং সনের পরীক্ষার ফলাফলে ২৫/২৬ টা ১ম বিভাগ পেয়েছিলো বিজ্ঞান-মানবিক বিভাগ মিলে। ৭/৮ টি স্টার ছিলো যাদের অনেকেই ছিলেন তারকা বিহীন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে গিয়ে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে মাধ্যমিক পর্যায় পার হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে উঠে প্রচণ্ড এক হোঁচট খায় প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক বা উপরের লেভেলের শিক্ষা ব্যবস্থায়। যার ফলে তাল সামলাতে না পেরে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে হারিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে। হারাচ্ছে তাদের মেধা, মনন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ। আর আজকালতো ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী নেয়া হয় নাম্বারের উপর ভিত্তি করে, মেধা দেখে নয়। অনেক প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে জিম্মি তাদের ইচ্ছা মতোই চলে প্রতিষ্ঠানগুলো। যার ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তি থেকে হয় বঞ্চিত। এই পঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থাকে করে তুলে নানান ভাবে অসুস্থ। এবারও অনুষ্ঠিত হলো একই পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা। ভালোই হচ্ছে। সবাই খুশী। কিন্তু এই খুশীর পরবর্তী পর্যায়ে যে রয়ে গেছে কণ্ঠহীন গোম কান্নার অনন্ত সময়। তা এখনো তারা টের পায়নি।

ম খানম ধরম পাশা।
সুনামগঞ্জ।